আলমডাঙ্গায় পৌর সেচ্ছাসেবকলীগের সম্পাদককে কুপিয়ে হত্যা

আলমডাঙ্গা পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক আল ইমরান হোসেনকে (২৫) কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বত্তরা।

গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে দু’জন রামদা দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করলে তাকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণ করেন। ইমরান পৌরসভার গোবিন্দপুর গ্রামের আব্দুল জলিলের ছোট ছেলে।

নিহত ইমরানের বাবা আব্দুল জলিল জানান, চার মাস আগে পৌর এলাকার নওদাবন্ডবিল গ্রামের সাকিব ও দুর্লভপুর গ্রামের মাসুদসহ কয়েকজনের সঙ্গে ইমরানের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। বিষয়টি থানায় বসে সমঝোতা হয়। এরপর শুক্রবার একা পেয়ে তারা কুপিয়ে ইমরানকে হত্যা করে।

প্রত্যক্ষদর্শী আহাদ আলী জানান, তিনি ও ইমরান বেলা ১১টার দিকে গোবিন্দপুরের মাঠপাড়ায় পুকুরে মাছ ধরার জন্য বসেছিলেন। পূর্ব শত্রুতার জেরে মাসুদ ও সাকিব নামের দু’জন রামদা দিয়ে ইমরানের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এ সময় তিনি দৌড়ে পালিয়ে যান। হামলাকারী দু’জন উপজেলার কুমারি ইউনিয়নের দুর্লভপুর গ্রামের বিল্লাল হোসেনের ছেলে মাসুদ ও পৌর এলাকার নওদাবন্ডবিল গ্রামের মজিবার রহমানের ছেলে সাকিব।

স্থানীয়রা জানান, রক্তাক্ত অবস্থায় ইমরান দৌড়ে পুকুরের মধ্যে পড়ে যায়। সেখানে থেকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

আলমডাঙ্গা থানার পুলিশ পরিদর্শক সাইফুল ইসলাম হত্যার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, দুর্বৃত্তদের ধরতে ইতোমধ্যেই পুলিশের কয়েকটি টিম কাজ করছে। অল্প সময়েই তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।

গাংনী মেয়র আহম্মেদ আলীর বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলীকে নব্য এরশাদ শিকদার আখ্যায়িত করলেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি মো: শাহিদুজ্জামান শিপু।

শাহিদুজ্জামান শিপু তার নিজ ফেইসবুক পেইজে গাংনী পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে পানির পাইপ লাইনের নামে রাস্তা খুঁড়াখুড়ির মাধ্যমে জনদুর্ভোগের তুলে ধরেছিলেন। এনিয়ে গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলী আমাকে উদ্দেশ্যে করে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দেন।

এর প্রতিবাদে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তার নিজ কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে এসব অভিযোগ করেন।

এসময় গাংনী বাজার কমিটির নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মো: রফিক, সাবেক ছাত্রনেতা জুবায়ের হোসেন উজ্জলহ ছাত্রনেতারা উপস্থিত ছিলেন।

শাহিদুজ্জামান শিপু অভিযোগ করেন, আমি মেয়র প্রার্থী ছিলাম বলে মেয়র আহম্মেদ আলী আমার বাড়ির সামনের রাস্তা খুড়াখুড়ি করেছে, রাস্তার লাইট পর্যন্ত কেটে দিয়েছেন। গাংনী পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের দূর্ভোগ প্রাকৃতিক নয়, এটি মানুষ্য সৃষ্টি দূর্ভোগ।

তিনি বলেন, স্থানীয় মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকাতে পৌরসভার দূর্ভোগ নিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে মেয়র আহম্মেদ আলীর পৌরসভার উন্নয়ন নিয়ে তার ভাবনা বাদ দিয়ে মানুষের কষ্টের কথাগেুলো না বলে সে সরাসরি আমার নামে বিদ্রুপ মন্তব্য করেন। আমাকে ক্যাসিনো ব্যবসায়ী ও সুদ কারবারী বলেছেন।

তিনি প্রশ্ন করে বলেন ক্যাসিনো ব্যবসার জন্য বোর্ডসহ অন্যান্য সরঞ্জাম লাগে। আমার এখানে কি এ ধরণের কোনো সরঞ্জাম আছে?

তিনি মেয়র আহম্মেদ আলীর উদ্দ্যেশ্যে বলেন ক্যাসিনো এবং সুদ নিয়ে আপনার কাছে প্রমাণপত্র থাকলে সরাসরি আমার মুখোমুখি হন।

শিপু বলেন আমি সিগারেট না খেলেও মেয়র আহম্মেদ আলী, আমাকে মাদক সম্রাট, ক্যাসিনো ব্যবসায়ী বানিয়ে মাঝে মাঝে দরখাস্ত করেন। তিনি

প্রশ্ন করেন উনি (মেয়র আহম্মেদ)আমাকে কি পেয়েছেন ?

শাহিদুজ্জামান শিপু অভিযোগ করেন মালশাদহ গ্রামের বদিকে দিয়ে বাজারে চাঁদা তুলে আবার তাকে গুম হত্যা ঘটিয়ে অন্যের বিরুদ্ধে মামলা চাপিয়েছেন।

তিনি বলেন, নির্বাচনের আগে এলাঙ্গীর বীলে তার হাঁসের খামার ছিল।প্রাকৃতিক দূর্যাগে তার হাঁস মারা গিয়েছিল।যার জন্য তিনি সরকারি বিভিন্ন দফতর ও জাতীয় সংসদ সদস্যের কাছে অনুদানের আবেদন করেছিলেন। অথচ, তিনি মেয়র হওয়ার সাথে সাথে কি এমন আলাউদ্দীনের চেরাগ হাতে পেলেন চার চাকার গাড়ি পেয়ে গেলেন। প্রশ্ন রাখেন তিনি।

শিপু বলেন. আহম্মেদ আলী মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর গাংনী পৌরবাসি নয়, কয়েকটি পরিবারের উন্নতি হয়েছে। আর সাংগাঠনিকভাবে উন্নতি হয়েছে মালশাদহ গ্রামের বিএনপি নেতা ময়না হার্ডওয়্যারের মালিক জিয়ার।

তিনি বলেন, পৌরবাসির দূর্ভোগের বিষটি তিনি না দেখে ব্যাক্তি শিপুর উপর আঘাত হানছেন। তিনি হুশিয়ারী দিয়ে বলেন, আমাকে আঘাত দিলে আপনার (মেয়র) এমন কোনো খুটি নাটি বিষয় নাই যা আমার কাছে নেই।আপনার এ্যাবিডেন্স আমরা পাবলিক করলে মুখ দেখাতে পারবেন না।

তিনি গাংনী হাইস্কুল ফুটবল মাঠের কথা তুলে ধরে বলেন ফুটবল মাঠের মাটিতে এখন শামুক চরছে। এই শামুক থাকা পর্যন্ত মাঠ ভাল হবেনা।

তিনি বলেন, গাংনী পৌরসভার উন্নয়ন কাজের কে ঠিকাদার এখন পর্যন্ত কেউ জানেনা। অথচ তার কাছে চাঁদা চাওয়ার প্রশ্ন মিথ্যা অভিযোগ এনেছেন। আমার কাছে কোনো চাঁদাবাজ সন্ত্রাসী থাকেনা। মেয়র আহম্মেদ আপনি জোড়া হত্যা মামলার আসামি ও চাঁদাবাজ পুঁষে রাখেন।

তিনি বলেন, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর নাম ভাঙ্গিয়ে খুলনার এরশাদ শিকদারের মত গাংনীতে আরেকটি নতুন এরশাদ তৈরী হয়েছে। অথচ জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অত্যন্ত ভদ্র ও সৎ মানুষ। প্রতিমন্ত্রীর কানে বিষয়টি গেলে তিনি এবিষয়ে ভূমিকা নেবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

তিনি মেয়র আহম্মেদের এ ধরণের কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানান।

[redacted]

[redacted]

মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

এছাড়া সাধারণ সদস্য পদে ১ নং ওয়ার্ড (মুজিবনগর উপজেলায়) ৬ জন, ২ নং ওয়ার্ড (সদর উপজেলা)৩ জন ও ৩ নং ওয়ার্ড (গাংনী উপজেলা) ৬ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

রাজনৈতিক মূল্যায়নে নতুন মুখ, পুরাতনের কাল বিদ্রোহী

মেহেরপুর জেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন অ্যাড. আব্দুস সালাম। তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক নির্বাহী কমিটির সদস্য, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহসভাপতি।

দলীয় মনোনয়নে নতুন ২৭ জনের মধ্যে তিনি একজন। ছাত্র রাজনীতি থেকে দলীয় রাজনীতি সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণেই তাকে দল মূল্যায়ন করেছে বলে অভিমত জেলা শীর্ষ নেতাদের। অপরদিকে, জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারমান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি গোলাম রসুল গত জেলা পরিষদ নির্বাচনে বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। বিদ্রোহী হওয়ার কারণেই তার কপাল পুড়েছে বলে ধারণা জেলা নেতাদের।

দলের একাধিক নেতাদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ায় কাল হয়েছে। এছাড়া অ্যাড. আব্দুস সালাম র্দীর্ঘদিন ছাত্র রাজনীতি থেকে শুরু করে মূল রাজনীতির সাথে সক্রিয় হয় কাজ করছেন। তাছাড়া দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনা অ্যাড. আব্দুস সালামকে সেই মূল্যায়নই করেছেন।

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক বলেন, গত জেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী ছিলেন অ্যাড. মিয়াজান আলী। সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল দলের সিদ্ধান্তকে অমান্য করে বিদ্রোহী হিসেবে নির্বাচন করে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। দলীয় সিদ্ধান্তে এবারের জেলা পরিষদ নির্বাচনে কোথাও

বিদ্রোহীদের মনোনয়ন দেয়নি। সে হিসেবেই ধারণা করছি তিনি মনোনয়ন পাননি।

এম এ খালেক বলেন, এছাড়া মেহেরপুর জেলা পরিষদে মনোনয়ন পাওয়া নতুন মুখ হিসেবে অ্যাড. আব্দুস সালাম দীর্ঘদিন রাজনীতির সাথে রয়েছেন। তিনি আসলে রাজনীতিতে নতুন নয়। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি ছিলেন আব্দুস সালাম। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ শাখার সভাপতি হিসেবে রাজনীতিতে তার অনেক অবদান রয়েছে। এছাড়া মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের বিগত কমিটিতে তিনি সদস্য পদে ছিলেন। আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে মাঠে ময়দানে সবসময় তিনি দলীয় রাজনীতি চর্চা করেছেন। দলে তার বিরুদ্ধে কখন কোন অভিযোগ উঠেনি। এসকল নানা কারণেই দলীয় প্রধান সভানেত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে মূল্যায়ন করেছেন। তিনি আরো বলেন, দলীয় মনোনয়ন যিনি পেয়েছেন দলীয় নেতাকর্মীরা তাঁর হয়েই কাজ করবেন।

মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী বলেন, জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুলও আওয়ামী লীগের সক্রিয় নেতা। তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু গত জেলা পরিষদ নির্বাচনে বিদ্রোহী হওয়ায় দলীয় সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা হয়তো তাকে মনোনয়ন দেননি। আর অ্যাড. আব্দুস সালাম ছাত্র রাজনীতি থেকে বেড়ে ওঠা নেতা। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগেরও সহসভাপতি ছিলেন। যার কারণে তার প্রতি সভানেত্রী তাকে মূল্যায়ন করে মনোনয়ন দিয়েছেন।

জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম বলেন, মনোনয়ন প্রাপ্ত অ্যাড. আব্দুস সালাম, সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুলসহ ৯ জন মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনয়ন চেয়েছিলেন। দলীয় সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ৯জনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বিবেচনায় যাকে মনে করেছেন তাঁকে মনোনয়ন দিয়েছেন। আমরা তাঁর হয়েই নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেব।

তারেক জিয়ার কথায় নাচানাচি করে বিপদে পড়বেন না

মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, তারেক জিয়ার কথায় নাচানাচি করে কেউ বিশৃংখলা করে বিপদে পড়বেন না। আপনি বিপদে পড়লে কেউ আপনার পাশে দাড়াবেনা। বিদেশের মাটিতে এসি উপজেলা আওয়ামী লীগ তার দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেবে। লাঠির মাথায় পতাকা বেঁধে মিছিল করে বির্শংখলা করেছেন বলে মনে কইরেন না আপনাদের চালাকি কেউ বুঝবে না। আমরা রাজনীতি করি তাই আপনাদের চালাকি ধরে ফেলেছি।

সারাদেশে বিএনপি জামাতের নৈরাজ্য সন্ত্রাস,ভাংচুর ও অগ্নী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গতকাল রবিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিকালে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

এমপি খোকন বলেন, বিএনপির ৪৪ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর নামের দোয়া মাহফিল নেই, কেক কাটা নেই দলীয় শৃংখলা নেই এসব চালাকি ভুলে যান। কয়েকজন অল্প বয়সী যুবক নিয়ে নাচানাচি করে যেতে পেরেছেন বলে আওয়ামীলীগকে দুর্বল ভাববেননা। আওয়ামীলীগ একটি সৃশৃংখল রাজনৈতিক দল। সারাদেশ যখন উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে উন্নতি করছে ঠিক তখন বিএনপি জামাতের সন্ত্রাসী বাহিনী আন্দোলনের নামে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার পায়তারা করছে।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ দৃর্বল নয় ।স্বাধীনতা যুদ্ধে বিরোধীতা করে যখন টিকতে পারেননি, এখনও ষড়যন্ত্র করে টিকতে পারবেননা। আগামীতে ক্ষমতায় এসে গাংনীর মাটিতে দাঁড়িয়ে আওয়ামীলীগকে দেখে নিতে সেই সকল সন্ত্রাসীদের চিহ্ণিত করুন এবং তাদের মাজা ভেঙ্গে দিন।

প্রশাসনসের উদ্দেশ্যে এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, কোন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী যদি বিএনপি জামাতদের ওপর হামলা করে তাহরে চুপ থাকবেন। কোন আইনী ব্যবস্থা নিবেন না। কোনভাবেই বিএনপি জামাতদের মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেয়া যাবেনা। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সাধারণ মানুষের দল,কৃষকের খেটে খাওয়া মানুষের ও শ্রমিক মজুরের দল। এই দল ক্ষমাতায় থাকলে রাতের ঘুম ভাঙ্গে না, রাস্তা ঘাটে মা

মেহেরপুর জেলা পরিষদে আ.লীগের মাঝি অ্যাড. আব্দুস সালাম

মেহেরপুর জেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহসভাপতি ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য অ্যাড. আব্দুস সালাম।

আজ শনিবার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের মনোনয়ন কমিটির সভা শেষে এ ঘোষনা দেওয়া হয়।

মেহেরপুর জেলা পরিষদে মনোনয়ন চেয়ে অ্যাড. আব্দুস সালামসহ ৮ নেতা মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছিলেন।

সাত আওয়ামী লীগ নেতার মনোনয়নপত্র জমা

আগামী ১৭ অক্টোবর মেহেরপুরসহ দেশের ৬১টি জেলা পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনকে ঘীরে সরগরম হয়ে উঠেছে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের রাজনৈতিক অঙ্গন।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের নির্বাচনে ইতোমধ্যে আওয়ামীলীগের দলীয় মনোনয়ন পেতে ৮ জন নেতা দৌড় ঝাপ শুরু করেছেন। একথা জানান মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক।

মেহেরপুর জেলা পরিষদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতির ধানমন্ডির ৩ নং কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেছেন মেহেরপুরের ৮ জন মনোনয়নপ্রত্যাশী।

তাঁরা হলেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন, মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও জেলা পরিষদের বর্তমান প্রশাসক গোলাম রসুল, সাবেক

প্রশাসক অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর বোন ও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য শামীম আরা হিরা, জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন, জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আব্দুল মান্নান ওরফে ছোট মান্নান ও জেলা কৃষকলীগের সভাপতি মাহাবুবুল হক শান্তি।

ইতোমধ্যে দলীয় কার্যালয়ে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের বর্তমান প্রশাসক গোলাম রসুল, সাবেক প্রশাসক অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর বোন ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শামীম আরা হীরা, জেলা আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি আব্দুল মান্নান ওরফে ছোট মান্নান

বর্তমান প্রশাসক আলহাজ্ব গোলাম রসুল, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শামীম আরা হীরা ও সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন গতকাল সোমবার (৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী হওয়ার লক্ষ্যে দলীয় কার্যালয় মনোনয়নপত্র জমা দেন। এর আগে গত রবিবার মনোনয়নপত্র জমা দেন সাবেক প্রশাসক অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী ও আব্দুল মান্নান।

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের দলীয় সভা নেত্রীর ধানমিন্ডর ৩ নং অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এছাড়া বাকী দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশীরাও দু একদিনের মধ্যে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

জানা গেছে, আগামী ১৭ অক্টোবর ভোট গ্রহণের দিন রেখে তফশিল ঘোষণা করা হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ দিন। ২৬ সেপ্টেম্বর প্রতীক বরাদ্দ দেয়া হবে। এবং ভোট হবে ইভিএম-এ।

আগামী ১৭ অক্টোবর মেহেরপুরসহ দেশের ৬১টি জেলা পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এবারই প্রথম এসব জেলা পরিষদে ভোট নেওয়া হবে ইভিএমে। গত ২৩ আগষ্ট মঙ্গলবার বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন জেলা পরিষদের নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করেছেন।

আগামী ১৭ অক্টোবর সারা দেশের ন্যায় মেহেরপুর জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়ীত্ব পালন করবেন সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত ইভিএমের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

[illegible] [illegible] [illegible]

ব্যক্তিরা এক যায়গায় বসে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বিষয়টি নিয়ে খোঁজ খবর নেয়া হবে।

ঝিনাইদহে বিএনপি নেতাকর্মীদের উপর হামলার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহে বিএনপি নেতাকর্মীদের উপর সন্ত্রাসী হামলা, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও বাড়িঘর ভাংচুর ও লুটপাটের অভিযোগ করে সংবাদ সম্মেলন করেছে জেলা বিএনপি।

বুধবার (৩১আগস্ট) বেলা ১২টায় শহরের এইচএসএস সড়কস্থ জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ লিখিত বক্তব্যে বলেন, গত কাল মঙ্গলবার বিএনপির কেন্দ্রীয় ঘোষিত বিক্ষোভ কর্মসূচী সফল করার লক্ষ্যে ঝিনাইদহের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নেতা কর্মীদের আসা এবং যাওয়ার পথে তাদের উপর দেশীয় অস্ত্র, লাঠি, রামদা, হকিস্টিক ও হাতুড়ি দিয়ে হামলা করা হয়েছে। ভাংচুর ও লুট করা হয়েছে বিএনপি নেতাদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং বাড়ি ঘর। হামলায় শতাধিক নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। এরমধ্যে ২৭ জন গুরুতর আহত হয়ে ঝিনাইদহ, কালীগঞ্জ, শৈলকুপা, ঢাকা ও যশোরের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তিনি বলেন সমাবেশে আসা যাওয়ার পথে আ’লীগের সন্ত্রাসী বাহিনী এই হামলা চালায়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মুন্সি কামাল আজাদ পাননু, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাজেদুর রহমান পাপপু, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আলামগীর হোসেন আলম।

এছাড়াও বিএনপি নেতা শাহজাহান আলী, আবু বক্কার সিদ্দিক,আসিফ ইকবাল মাখন, কামরুজ্জামান লিটন, আমিনুল ইসলাম লিটন, মহিলাদল নেত্রী অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান লিজি, তহুরা বেগম, যুবদল নেতা আশরাফুল ইসলাম পিন্টু, মিজানুর রহমান সুজন, প্রভাষক কামাল হোসেন, মাহফুজুর রহমান ইপিআরসহ জেলা, উপজেলা ও পৌর বিএনপির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে এমএ মজিদ আরও বলেন, কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে মঙ্গলবার বিকালে ঝিনাইদহ শহরের উজির আলী হাইস্কুল মাঠে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে যোগদানের উদ্দেশ্যে সদর উপজেলার ১৭টি ইউনিয়ন ও জেলার ৬টি উপজেলা থেকে বিএনপি’র নেতাকর্মীরা আসতে শুরু করে। তৃনমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা যাতে এই সমাবেশে অংশগ্রহণ করতে না পারে সে জন্য সরকার দলীয় লোকজন বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে বিএনপির নেতাকমীদের উপর হামলা চালায়। হামলায় বিএনপি’র প্রায় ১০০ জনের অধিক নেতাকর্মী আহত হয়।

তিনি আরও বলেন এই হামলা হয়েছে ঝিনাইদহ সদর আসনের এমপির ইন্ধনে। এছাড়া সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে নিজেরা আগুন দিয়ে বিএনপি’র ১২ নেতাকর্মীর নামে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলা করেছে বলে লিখিত বক্তব্যে অভিযোগ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে হুসিয়ার উচ্চারণ করে বলা হয়, এভাবে যদি একের পর এক হামলা ও নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা করা হয় তাহলে প্রতিবাদ স্বরুপ বিএনপি ঝিনাইদহ জেলায় অবরোধ ও হরতালের মত কঠোর কর্মসূচী দিতে বাধ্য হবে।

রাজপথ দখলের সুযোগ দেবে না আওয়ামী লীগ

নির্বাচন সামনে রেখে কাউকে রাজপথ উত্তপ্তের সুযোগ দেবে না আওয়ামী লীগ। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বাধা না দেওয়ার ঘোষণা থাকলেও বিএনপিসহ বিরোধীদের মাঠ দখলের সুযোগ দিতে চায় না ক্ষমতাসীনরা। ‘অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরির ষড়যন্ত্র’ এবং তা মোকাবিলায় মাঠে

থাকার হুঁশিয়ারিও দিচ্ছে দলটি।

কেন্দ্রীয়ভাবে প্রকাশ্যে নির্দেশনা না থাকলে সম্প্রতি বেশ কিছু স্থানে বিএনপির কর্মসূচিতে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের বাধা দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পাশাপাশি আওয়ামী লীগের একাধিক নেতা ও মন্ত্রী বিএনপির উদ্দেশে হুঙ্কার দিয়েছেন। সেপ্টেম্বর থেকে আরও জোরালোভাবে মাঠে নামার ঘোষণা দিয়েছেন তারা।

আওয়ামী লীগ মাঠে নামলে পালানোর পথ পাবে না বলে হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন দলটির নেতারা। আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের নেতারা বলছেন, বিএনপিসহ বিরোধীরা চাইলে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করতে পারবে। কিন্তু আন্দোলনের নামে সহিংসতা হলে প্রতিহত করা হবে। যেখানে বিএনপি-জামায়াত সেখানেই প্রতিরোধের ঘোষণা দিয়েছে দলটি।

জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আব্দুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, বিএনপি বা অন্য যে কেউ চাইলে আন্দোলন করতেই পারে। আমরা তো তাদের মাঠে নামতে বারণ করছি না। শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করলে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আন্দোলনের নামে জ্বালাও-পোড়াও, অগ্নিসংযোগ বা দেশকে অস্থিতিশীল করতে চাইলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তা প্রতিহত করা হবে। এগুলো করার সুযোগ কাউকে দেওয়া হবে না।

একই বিষয়ে আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম যুগান্তরকে বলেন, শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করলে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আন্দোলনের নামে জনজীবনে অশান্তি সৃষ্টি করলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দেখবে। দেশ, দেশের মানুষ ও উন্নয়নের স্বার্থে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এগুলো প্রতিহত করা আমাদেরও নাগরিক দায়িত্ব। আওয়ামী লীগ সেই দায়িত্ব পালন করবে। কেউ পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে শান্তি বিঘ্নিত কিংবা দেশকে অস্থিতিশীল করতে চাইলে তাদের সে সুযোগ দেওয়া হবে না।

বর্তমান সরকারের অধীনে ভোটে না যাওয়ার কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছে বিএনপি। চলমান পরিস্থিতিকে সামনে রেখে ধারাবাহিক কর্মসূচি নিয়ে মাঠেও নেমেছে দলটি। নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির মাঠে এই উত্তাপ আরও বাড়বে। ফলে চলমান পরিস্থিতিকে হালকাভাবে নিচ্ছে না দলটি। এক দিকে সব দলকে নির্বাচনে আনতে মাঠে সহনীয়

কৌশল।

এদিকে নির্বাচনের আগে শরিকদের পাশে রাখতে চাইছে আওয়ামী লীগ। বিরোধীদের পালটা কর্মসূচিতে তাদেরও মাঠে নামাবে ক্ষমতাসীনরা। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে অপরাজনীতির বাহকদের সব ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করতে আগামী সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ দল রাজপথে থাকবে বলে জানিয়েছেন জোটের সমন্বয়ক ও মুখপাত্র আমির হোসেন আমু।